ব্যঙ্গ কৌতুকে
সচিত্র ভারত

সংকলন ও সম্পাদনা
শুভঙ্কর রায়চৌধুরী

পুনশ্চ

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যে অধিকাংশ সৃষ্টিশীল লেখকদের আত্মপ্রকাশ সাময়িক পত্রিকায়। তাই সাময়িক পত্রিকাগুলিকে যথার্থই সাহিত্যের আঁতুড়ঘর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমান সময়েও বাংলা সাহিত্য মূলত সাময়িক পত্রনির্ভর একথা বলা যায়।

১৮১৮ সালে এপ্রিল মাসে ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় *শ্রীরামপুর মিশন প্রেস* থেকে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হয়। একই বছরে ২৩ মে ফেলিকস কেরি ও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সমাচার দর্পণ। ওই বছরের জুন মাসে 'বাঙাল গেজেট' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক এবং সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এটাই বাঙালি পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। এর পরেও সাময়িক পত্রের ইতিহাস আরও অনেক দীর্ঘ। এর প্রকাশ এখনও অব্যাহত।

সাময়িক পত্রের সামগ্রিক ইতিহাস আলোচনা করা এই গ্রন্থের বিষয় নয়। *সচিত্র ভারত* পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে সচিত্র সাময়িক পত্র সম্বন্ধে কিছু কথার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। সচিত্র সাময়িক পত্র বর্তমানে বিভিন্ন কারণে প্রায় অতীত। দু-একটি শিশু কিশোর সাময়িক পত্র ব্যতীত সচিত্র পত্রিকা এখন আর বিশেষ দেখা যায় না।

বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র সাময়িক পত্র 'পশ্বাবলী' প্রকাশিত হয় ১২২৯ (১৮২২) বঙ্গাব্দে। এই পত্রিকার লেখক, চিত্রকর, মুদ্রাকর সকলেই ছিলেন বিদেশি। বাঙালি দ্বারা সম্পাদিত প্রথম সচিত্র সাময়িক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় ১২৫৮ (১৮৫১) বঙ্গাব্দে। সম্পাদক ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের ওপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির

বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।' রবীন্দ্র গবেষক প্রশান্ত কুমার পাল এ বিষয়ে বলেছেন, 'এর মধ্যে যে তিনটি রচনার তিনি উল্লেখ করেছেন, তার প্রথমটি আশ্বিন সংখ্যায় [পৃ ১২১-২৩; নামটির উল্লেখে ভুল আছে, প্রকৃত নাম "নর্বাল" বা "দীর্ঘদন্ত তিমি", ১২১ পৃষ্ঠায় এর একটি চিত্রও দেওয়া আছে], দ্বিতীয়টি ভাদ্র সংখ্যায় [পৃ ১১৭; প্রকৃতপক্ষে ওই নামে কোনো রচনাই এতে নেই—রচনাটির নাম "রুশীয়দেশের রাজদণ্ড", তবে এতে যে ধরনের বিচার ও দণ্ডের বর্ণনা আছে তাকে কাজির বিচার বলে রবীন্দ্রনাথ কিছু ভুল করেননি], এবং তৃতীয়টি পৌষ সংখ্যায় [পৃ ২০৫-১৪; রচনাটির মূল নাম "কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস", লেখক রবীন্দ্রনাথের মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] প্রকাশিত হয়েছিল।' (সূত্র:—রবিজীবনী প্রথম খণ্ড, প্রশান্ত কুমার পাল)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-র প্রথম দুই সর্গ বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির ৭ম বর্ষ থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক, বাংলার সামাজিক নবজাগরণের নেতা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)। কালীপ্রসন্নের সম্পাদনায় পরপর আটটি মাসিক সংখ্যা (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ) প্রকাশের পর রাজরোষে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয় ১৮৬১-র নভেম্বরে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকৃত অর্থেই ছিল পুরাবৃত্তেতিহাস–প্রাণীবিদ্যা–শিল্প–সাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিক পত্র।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকাটির নামের সঙ্গে সমোচ্চারিত আরেকটি পত্রিকা 'রহস্যসন্দর্ভ'। বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ বন্ধের বছরখানেক পরে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩-তে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির অর্থানুকূল্যে 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে *পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র* প্রকাশিত হয়। যদিও পত্রিকাটি বিশুদ্ধ রঙ্গ-ব্যঙ্গের পত্রিকা ছিল না, বিবিধার্থ সংগ্রহের মতো ষোলো পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং অসামান্য চিত্র সম্বলিত নানা জ্ঞানের তথ্যসমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি ছিল একই রকমের আকর্ষণীয়। পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় প্রথম পর্ব থেকে ষষ্ঠ পর্ব (১৯২৮) পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এরপর এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কলকাতার বিখ্যাত হাটখোলার দত্ত পরিবারের প্রাণনাথ দত্ত (১৮৪০-১৮৮৮)। ১২৮০ বঙ্গাব্দে রহস্য সন্দর্ভ প্রকাশিত হয় শেষবারের মতো। বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যঙ্গ পত্রিকা 'বসন্তক' (১৮৭৪) সম্পাদনা করা প্রাণনাথ দত্তর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' প্রকাশ বন্ধের পর আরও বহু সাময়িক পত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি সুখপাঠ্য এবং রচনা অনুযায়ী চিত্র দ্বারা অলংকৃত। যদিও সেইসব পত্রিকার প্রকাশকাল দীর্ঘস্থায়ী ছিল না।

শিশু ও কিশোর পাঠকদের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত মুকুল (১৮৯৪), শিশু (১৯১২), সন্দেশ (১৯১৩), শিশুসাথী (১৯২২), মৌচাক (১৯২৩), পাঠশালা (১৯৩৬), রংমশাল (১৯৩৭) ইত্যাদি পত্রিকাসমূহকে সচিত্র আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি হবে না।

সচিত্র বিশেষণ যুক্ত সাময়িক পত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৬৩ সালের ৩০ নভেম্বর (১৫ অগ্রহায়ণ, ১২৭০)। প্রকাশিত হয় 'সচিত্র ভারত সংবাদ'—পাক্ষিক পত্র। 'কলিকাতা শিবতলার ১৬নং স্ট্রিটে সাহস যন্ত্রে শ্রী উমাচরণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত হয়।' 'সচিত্র ভারত সংবাদ'-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়—'সচিত্র সংবাদপত্রের অভাব এদেশ হইতে তিরোভাব করণার্থ কয়েকজন দেশহিতৈষী সদাশয় মহাশয় ব্যক্তি আমাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করেন, আমরাও তাহাদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া "সচিত্র ভারত সংবাদ" নামে এই নবীন পত্রখানি প্রচার করিয়া অন্য দেশ-বিদেশিয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, গুণগ্রাহক ও উৎসাহদাতা এবং সজ্জন ব্যক্তিদিগের নয়নপথে অর্পণ করিলাম। ...এই পত্রের প্রতি খণ্ডে দুইখানি করিয়া প্রতিমূর্তি থাকিবেক...।' (সূত্র: বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বিংশ শতাব্দীতে 'সচিত্র' বিশেষণযুক্ত বেশ কিছু সাময়িক পত্রের হদিশ পাওয়া যায়। সচিত্র সাধন বিজ্ঞান (১৯১৬), সম্পাদক : যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারি; সচিত্র শিশির (১৯২৪); সম্পাদক : বিজয়রত্ন মজুমদার ও শিশির কুমার মিত্র; সচিত্র সাপ্তাহিক (১৯৩৬), সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; সচিত্র ভারত (১৯৩৬), সম্পাদক প্রমথ সমাদ্দার ও প্রবোধ সমাদ্দার; সচিত্র কোহিনুর (১৯৪০), সম্পাদক : যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত; সচিত্র গড়ের মাঠ (১৯৪৬), সম্পাদক : সুধাংশু বকসী ও নলিনীকুমার বিশ্বাস; সচিত্র শ্রীমতী (১৯৬২), সম্পাদক : আভা চট্টোপাধ্যায়। 'সচিত্র শিশির' এবং 'সচিত্র ভারত' ব্যতীত উল্লেখিত পত্রিকাগুলি ছিল ক্ষীণায়ু। গবেষক গীতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন 'রস সাহিত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে মনোরঞ্জনকারী একটি বিশেষ দিক হলেও এই বিষয়ের পত্রিকা চালানো যথেষ্ট কঠিন। এই কারণেই ১৯৩১-৪৭-এর মধ্যে "সচিত্র ভারত" ভিন্ন আর কোনো পত্রিকাই দীর্ঘজীবী হয়নি।'

সূচিপত্র

ব্যঙ্গচিত্র	২৫-৪৩
কৌতুকী	৪৫-৪৮
অ-কু-রা	৪৯-৬২
পৌরুষ ও প্রহার	৪৯
সজনী দাস	৫৪
গল্পের পোনা	৬০
অজিত কৃষ্ণ বসু	৬৩-৭৮
মুসোলিনী	৬৩
মুশকিল-আসান	৬৬
টাক	৭০
দাদা	৭৩
বিদ্যাসাগর	৭৭
অবনী সাহা	৭৯-৮০
এ বাড়ি ও বাড়ির কবিতা (কবিতা)	৭৯
অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়	৮১-৮৫
গবেষণা	৮১
অমূল্য দাশগুপ্ত	৮৬-৮৯
গৌরী	৮৬
অলকা চ্যাটার্জি	৯০-৯১
তিক্ত অভিজ্ঞতা	৯০

অশোক গুপ্ত ৯২
গুলসার (কবিতা) ৯২

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৯৩-৯৭
মানবজীবনে খোঁড়া করে প্রভু
ঘোড়া কর ভগবান (কবিতা) ৯৩
সাধু সাবধান ৯৫
রোয়াক (কবিতা) ৯৭

আশালতা সিংহ ৯৮-১০৪
নব-যুগ ৯৮
স্বপ্নের অর্থ ১০২

আশু দে ১০৫-১০৮
রসকথা ১০৫

শ্রী আশ্রয় প্রার্থী ১০৯-১১০
হারালো ১০৯

চন্দ্রহাস ১১১-১১৩
গ্যাঁড়া ১১১

শ্রীচারু ১১৪-১১৫
কাহারে বাসিব ভালো (কবিতা) ১১৪

জরাসন্ধ ১১৬-১২৩
ছাতা ১১৬

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী ১২৪-১২৬
রাধা ১২৪

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭-১৩১
বাণী মা ১২৭

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় ১৩২
কুটুম্বিতা (কবিতা) ১৩২

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩-১৩৪
ভালোর সেরা ভালো (কবিতা) ১৩৩

শ্রীনন্ত সেন ১৩৫-১৩৮
অভিমত ১৩৫

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা ১৩৯
পাশের বাড়ির মেয়ে (কবিতা) ১৩৯

নীরেন্দ্র গুপ্ত ১৪০-১৪৪
আত্মহত্যার নবতম পন্থা ১৪০

পরিমল গোস্বামী ১৪৫-১৫২
স্মরণীয় ঘটনা ১৪৫
দাঁড়ি ১৪৮
শিষ্টাচার ১৫০

প্রবোধকুমার সমাদ্দার ১৫৩-১৬৬
শিবুর পিঠে ১৫৩
প্রশ্ন, প্রস্তাব ও সহানুভূতি ১৫৭
গল্প ১৬১

প্রভাতকিরণ বসু ১৬৭-১৭৮
পুলওভার ১৬৭

বিবেকের দংশন ১৭০
আষাঢ়ে গল্প ১৭২
বাতায়ন-পথে ১৭৫

প্রমথনাথ বিশী ১৭৯-১৯২
নূতন জুতা ১৭৯
মিকি মাউজ ১৮২
আর্ট ফর আর্টস সেক ১৮৪
কাঁচি ১৮৭
বাংলা গদ্যের জনক ১৯০

বনফুল ১৯৩-২০৬
অক্ষমের আত্মকথা ১৯৩
খুড়ো ১৯৫
যূথিকা ১৯৮
মিস্টার মুখার্জি ২০০
ক্যানভাসার ২০৪

বি কু বড়াল ২০৭-২০৮
তৃতীয় পক্ষের কাব্য ২০৭

বিদূষক ২০৯-২১১
ভোজনবিলাসী ২০৯

বিনয় ঘোষাল (চিত্ত ঘোষাল) ২১২-২১৭
মারাত্মক মোলাকাত ২১২

ভবানী মুখোপাধ্যায় ২১৮-২২১
আধা-আধি ২১৮

ভারতী চৌধুরী	২২২-২২৪
চাক্ষুষ	২২২
মণিদাশ গুপ্ত	২২৫
একটি প্যারডি (কবিতা)	২২৫
মনিমোহন পাল	২২৬-২২৮
নাম	২২৬
শ্রী মিহির সেন	২২৯-২৩০
মেড্-ইজি (কবিতা)	২২৯
রতন কুমার দাঁ	২৩১
পুঁই প্রশস্তি (কবিতা)	২৩১
লীলা মজুমদার	২৩২-২৩৪
দ্বন্দ্ব	২৩২
শকুনি	২৩৫-২৩৮
রং	২৩৫
শিবরাম চক্রবর্তী	২৩৯-২৪৩
সিঁধের পথ সিধে নয়	২৩৯
শ্রী	২৪৪-২৪৭
আবির্ভাব	২৪৪
সজনীকান্ত দাস	২৪৮-২৫৪
পকেটমার	২৪৮
ব্যঙ্গ গল্প	২৫২

শ্রী সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী ২৫৫-২৫৬
পদ্য আর গদ্য (কবিতা) ২৫৫

সৌরেন্দ্রনাথ বসু ২৫৭-২৫৮
কী করি এখন কন তো ২৫৭

সংসার মুখোপাধ্যায় ২৫৯-২৬২
জ্যোতিষার্ণব বাবু ছট্টুলাল শর্মা ২৫৯

সম্বুদ্ধ ২৬৩-২৬৮
উপার্জন ২৬৩
মৃত্যুশেল ২৬৬

স্মরণকুমার আচার্য্য ২৬৯-২৭০
বাংলা নব্য লেখকদিগের প্রতি ২৬৯

হিমানীশ গোস্বামী ২৭১-২৮০
নতুন কিছু নয় ২৭১
রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা ২৭৬
এ টেল অব টু টেলিফোনস ২৭৯

ব্যঙ্গচিত্র

'টেলিফোন ত স্যার কোনো সময়ই use করতে পারছি না
—আরও দুটোর দরকার — '
'কেন, আরও দুটো দিয়ে কী হবে?'
'একটা স্যার Share Market -এর জন্যে, আর একটা Race-
এর জন্যে।'

কৌতুকী

১. খাদ্যদ্রব্যের দাম কমিতেছে। শুনিয়াই সুখ, কিন্তু পাইতেছি না এই যা দুঃখ।

বর্ষ ১৩, ৪৪শ সংখ্যা

২. জনৈকা মহিলা — আপনি যে মাংসের চপটা দিয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ পচা। আপনি ম্যানেজারকে ডেকে দিন।

হোটেলের বয় — ম্যানেজারকে ডেকে কী করবো বলুন? কেন না উনিও এই সব পচা জিনিস মোটেই খান না

বর্ষ ২৯, ২য় সংখ্যা

৩. জনৈক কর্মচারী — স্যার আজ আমার স্ত্রী আমায় বিশেষ করে বলে দিয়েছে যে আমি যেন আপনাকে আমার মাইনে বাড়ানোর কথা বলি।

মালিক — বেশ তো, তাহলে আমিও আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবো যে তোমার মাইনে বাড়ানো হবে কি না।

বর্ষ ২৯, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

৪. বর্ষায় কলিকাতার বিভিন্ন ট্রামডিপো হইতে কখনও কখনও ফেরি নৌকা ছাড়িবে পোর্ট কর্ত্তৃপক্ষ এখনও সে সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ দেন নাই।

(১১ বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, 21 Sept, 1946)

৫. বোম্বাইতে একটি Home Guard—গৃহরক্ষী সংঘ গঠিত হইয়াছে। তাহার অফিস সংক্রান্ত সমস্ত কাজ নাকি মেয়েরা করিবে। আমরা অনেক গৃহকর্ত্রীদের কথা জানি যাঁহাদের সম্মুখ রণাঙ্গনে পাঠাইলে উপকার হইতে পারে। (১১বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা 23 Nov, 1946)

৬. নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে মেয়েদের কুস্তির বিজ্ঞাপন দেখিয়া আসিলাম। বুঝিলাম শাস্ত্রের বনে যে 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ'— ডাহা মিথ্যা। ওইরূপ একটি অবলা সম্মুখে পড়িলে সব সময়েই বনং ব্রজেৎ।

(১২ বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা, 20 March, 1946)

৭. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি বলিয়াছেন, স্বাধীন ভারত একটি যৌথ কারবার, ইহাতে সকলেরই শেয়ার আছে।

কিন্তু শেয়ার লইয়া ফাটকা খেলা আরম্ভ হইয়াছে যে।

(১২ বর্ষ, ৪২শ সংখ্যংা, 27 March, 1948)

৮. দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, পরে পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এত না করিয়া পড়ার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিলে তো এক ফ্রন্টেই শত্রু ঘায়েল করা যায়।

(১৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 30 April, 1949)

৯. ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ— চার্বাকপন্থী হইতেই তো চাই, কিন্তু ঋণই বা দেয় কে। (১৪বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 21 May 1949)

১০. কলিকাতায় নারী-পুলিশ নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা মেয়ে অপরাধীদের ব্যাপারেই নিযুক্ত থাকিবে। শুনিয়া অনেক পুরুষ অপরাধী নাকি হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। (১৪ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, 21 May, 1949)

১১. কলিকাতায় গ্রীষ্মের দিনে বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত মহিষ দিয়া গাড়ি টানা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

মানুষের রিক্সা ও ঠেলাগাড়ি টানা নিষিদ্ধ হয় নাই। কারণ গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মানুষ মহিষ শ্রেণির পশু নয়।

(১৪ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 28 May 1949)

১২. প্রথম বন্ধু — আমাদের অফিসের ওই ভদ্রমহিলার বয়েস কত হবে বলতে পার?

দ্বিতীয় বন্ধু — পৃথিবীতে আমি একটি মাত্র মহিলা ছাড়া আর কোন মহিলার বয়েস বলতে পারি না।

প্রথমবন্ধু — তিনি নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রী?

দ্বিতীয় বন্ধু — না, আমার মেয়ে। (২৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 9 May, 1964)

১৩. স্ত্রী — রজতবাবু তার স্ত্রীকে কত ভালবাসেন। রোজ অফিস যাবার সময় তার স্ত্রীকে কত আদার করেন দেখি। তুমিও তো করলে পার?

স্বামী— রজতবাবু রাজি হবেন কেন? (২৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 9th May, 64)

১৪. সংবাদে প্রকাশ, বাংলার চাল কলিকাতার বাজারে নাই বলিলেই চলে। সেইজন্যই কলকাতার লোকেরা এত বা-চাল।

(বর্ষ ২৯, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 23 May)

১৫. জনৈকা কংগ্রেস সদস্যা অভিযোগ করেন যে (রাজ্যসভা দিল্লী) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন এবং এই টাকার কোন হিসাব নাই। জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনা যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভারই আবিষ্কৃত ভাই।

(বর্ষ ২৯, ৯ম সংখ্যা, 20 June, 1964)

১৬. গৃহ শিক্ষক — তুমি যে রচনাটি লিখেছো তা খুব ভালই হয়েছে কিন্তু হাতের লেখাটা তো তোমার নয়। হাতের লেখাটা তোমার বাবার বলে মনে হচ্ছে।

ছাত্র — এতে আশ্চর্য্য হাবার কিছু নেই সার। বাবা যে কলমটা দিয়ে লেখেন আমিও সেই কলমটা দিয়ে লিখেছি কিনা—তাই।

(বর্ষ ২৯, ১২শ সংখ্যা 11 July, 1964)

১৭. বাড়িওয়ালা — আপনি আজ পর্যন্ত ছয় মাসের ভাড়া দেননি এবং ছয় মাসের ভাড়া বাবদ ছশো টাকা আমার পাওনা হয়েছে। এখন এক কাজ করুন। ব্যাপারটা আধাআধি করা যাক। আমি গোড়ার তিনমাসের ভাড়া ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি ...

ভাড়াটে — আপনি পরম দয়ালু। আধাআধি যখন বললেন তখন শেষের তিন মাসের ভাড়াটা আমিও ছেড়ে দিচ্ছি। ব্যস ভাড়া শোধ। (বর্ষ ২৯, ১ম সংখ্যা)

১৮. ট্রাম কোম্পানি অবগত হইয়াছেন যে, ঘাড় কাৎ করিয়া যে সকল যাত্রী পকেটে মান্থলি টিকিটের অস্তিত্বের আভাস দিয়া থাকে অফিস টাইমেই তাহাদের সংখ্যা অত্যাধিক বাড়িয়া যায়। (৯ম বর্ষ, ৬৪ সংখ্যা)

১৯. একদল পুলিশ মহা উল্লাসে বরপক্ষদলের ছদ্মবেশে ভারতের কোনো স্থানে ডাকাত ধরিতে গিয়াছিল। শুনা গিয়াছে কন্যাপক্ষের অভর্থ্যনা সমুচিত হয় নাই। (৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

২০. নবগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলার ব্যক্তিগত গোপনীয় ফাইলগুলি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। তাহাতে এত মসীলিপ্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যে সেগুলি কালোবাজারে বহুমূল্যে বিকাইবার সম্ভাবনা। (১১ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা)